















## রাজ্যপালের সাথে দেখা করলেন সেভ এডুকেশন কমিটির প্রতিনিধিরা

কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষায় বিদেশি  
লগ্নির ঘোষণার বিরুদ্ধে ৮ ফেব্রুয়ারি  
রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেয়  
অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি।  
কমিটির সভাপতি অধ্যাপক  
চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সম্পাদক  
অধ্যাপক তরুণ নস্কর, সহ সম্পাদক  
মৃদুল দাস, শিক্ষক শুভঙ্কর ব্যানার্জী এবং তপন চক্রবর্তী প্রতিনিধি দলে ছিলেন।

## শিশু পাচার, রায়গঞ্জ থানায় বিক্ষোভ

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ডিএম বাংলোর  
পাশে গোবিন্দপুর গ্রামের দুই শিশু সুনীরাম মূর্মু এবং

ওই শিশু দুটির খোঁজ পাওয়া যায়নি। গ্রামবাসীদের  
আশঙ্কা, তাদের পাচার করে দেওয়া হয়েছে।

অপহৃতদের অবিলম্বে উদ্ধার  
করার দাবিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি  
এসইউসিআই(সি) রায়গঞ্জ লোকাল  
কমিটির পক্ষ থেকে রায়গঞ্জ থানায়  
বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ডেপুটেশন  
দেওয়া হয়। দেড় শতাধিক মানুষের এই  
বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন কমরেডস

বিশ্বনাথ কিস্কু সহ একজন প্রাপ্তবয়স্ককে গত সেপ্টেম্বর  
মাসে গ্রামের জৈনিক মফিজুউদ্দিন নিয়ে চলে যায়।  
তারপর তিনি ফিরে এলেও শিশুদের কোনও হিঁদিশ  
দিতে পারেননি। প্রশাসনকে বারবার জানানো সত্ত্বেও

মাধবীলাতা পাল, গোপাল দেবনাথ, শ্যামল দত্ত,  
রুবিলা খাতুন, শুক্রা বর্মণ, বিপ্লব কর্মকার প্রমুখ।  
বিক্ষোভকারীদের দাবি মেনে আই সি রাস্তায় এসে  
দেখা করে শিশুদের উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দেন।

জল পাইগুড়ি জেলার  
ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি-১  
গ্রাম পঞ্চায়েতে তারার বাড়িতে  
নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্তের  
কঠোর শাস্তির দাবিতে ৫  
ফেব্রুয়ারি ময়নাগুড়ি থানায়  
এআইএমএসএস এবং এআইডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়

## কৃষক-খেতমজুরদের লাউদোহা ব্লক সম্মেলন

পশ্চিম  
বর্ধমানের তিলাবুলী  
গ্রামে ২ ফেব্রুয়ারি  
এআইকেকেএমএস-  
এর লাউদোহা ব্লক  
সম্মেলন অনুষ্ঠিত  
হয়। বক্তব্য রাখেন

পশ্চিম বর্ধমান জেলার এ আইকেকেএমএস-এর  
সম্পাদক দনা গোস্বামী ও সভার সভাপতি মোজাম্মেল  
হক। এরপর প্রধান বক্তা এআইকেকেএমএস-এর  
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ  
দেশের সামগ্রিক ভয়াবহ পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে  
তুলে ধরেন। বিশেষ করে এনআরসি, সিএএ, এনপিআর  
কীভাবে দেশের বেশিরভাগ মানুষকে রাষ্ট্রহীন,  
নাগরিকত্বহীন করে তুলবে এবং দেশের গরিব কৃষক,  
খেতমজুর, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন এর দ্বারা  
সব থেকে বেশি সর্বস্বান্ত হয়ে রাস্তায় দাঁড়াবেন তিনি তা

ব্যাখ্যা করে দেখান। তাই এনআরসি, সিএএ,  
এনপিআর-এর বিরুদ্ধে এবং কৃষকদের ন্যায্যসঙ্গত  
দাবিগুলিকে নিয়ে ১ এবং ২ মার্চ সারা রাজ্যব্যাপী  
কিষান মার্চ-এ কৃষক ও খেতমজুরদের অংশগ্রহণের  
জন্য আহ্বান জানান। এ ছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন  
এসইউসিআই (সি) জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর  
চ্যাটার্জী ও লাউদোহা লোকাল সম্পাদক কমরেড  
সব্যসাচী গোস্বামী। কমরেড প্রভাতী গোস্বামীকে  
সভাপতি ও আব্দুল জলিলকে সম্পাদক করে ৩৫  
জনের শক্তিশালী কমিটি গঠন হয়।

## কিষান মার্চের প্রস্তুতিতে

### কোচবিহারে এআইকেকেএমএস-এর সমাবেশ

সিএএ এবং এনআরসি বাতিল ও কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে  
১-২ মার্চ কিষান মার্চ-এর ডাক দিয়েছে অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজুর  
সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। জয়নগর থেকে কলকাতা, মেচেরা  
থেকে কলকাতা, হাবড়া থেকে কলকাতা এবং জলপাইগুড়ি থেকে  
উত্তরকন্যা পর্যন্ত এই কর্মসূচি সফল করতে রাজ্যজুড়ে কৃষকদের সংগঠিত  
করছে কেকেএমএস।

১৩ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের ধাপরাহাটে এই উপলক্ষে কৃষক  
সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য  
কমরেড রুঞ্চল আমিন। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কৃষক নেতা কমরেডস  
প্রফুল্ল রায়, মলিন সিংহ সরকার। কমরেড আমিন ফ্লোরের সাথে বলেন,

পূর্বজন কংগ্রেস সরকারের মতোই বর্তমান বিজেপি সরকার কৃষক সমস্যা  
সমাধানের পরিবর্তে ফাঁকা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে চলেছে। সিপিএমের ৩৪  
বছরের শাসনে কৃষক আত্মহত্যা, ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, ব্যাপক  
পঞ্চায়েতী দুর্নীতি ইত্যাদির উল্লেখ করে তিনি বলেন তৃণমূল শাসনেও  
একই জিনিস লক্ষ করা যাচ্ছে। তিনি বলেন, ভোট আর সরকার বদলের  
চক্রে এই সংকট থেকে মুক্তি নেই। চাই নিচুতলা থেকে প্রবল  
আন্দোলন। শাহিনবাগ আন্দোলনকে স্যানুট জানিয়ে তিনি বলেন, এই  
অবস্থান দেখাল গণআন্দোলনের কী অপারিসীম শক্তি। গণআন্দোলনের  
পথেই কৃষকদের দাবি আদায়ের জন্য তিনি কিষান মার্চ সফল করার  
আহ্বান জানান।

## চাকরি প্রার্থীদের উপর

### পুলিশি হামলা

### প্রতিবাদ বুদ্ধিজীবী মঞ্চের

১২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীদের  
কলকাতার গান্ধীমূর্তির পাদদেশ থেকে পুলিশি হামলায় গ্রেপ্তার  
করেছে— তার তীব্র নিন্দা করেছে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী  
মঞ্চ। বিগত নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি  
দিয়েছিল ৬০,০০০ গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগ করবে। ২০১৭ সালে  
বিজ্ঞপ্তি জারি হয় মাত্র ৬০০০ পদ পূরণের জন্য। সরকার তাও  
পূরণ করেনি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের একসাথে তালিকাও প্রকাশ করা  
হয়নি। এখনও ১৫০০০-র বেশি পদ খালি পড়ে আছে।

এরই প্রতিবাদে উত্তীর্ণ ওয়েটিং লিস্ট-এর প্রার্থীদের চাকরির  
দাবিতে অবস্থানরত প্রায় দুইশত প্রার্থীকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারে  
নিয়ে যায়। মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী এক  
বিবৃতিতে অবিলম্বে তাঁদের মুক্তির পাশাপাশি ন্যায্য দাবিগুলি মেনে  
নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন।